যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল আর. মিলারের বক্তব্য
— পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক ভার্চুয়াল ই-সম্মেলন ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতকৃত
শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২১

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য হিসেবে প্রস্তুতকৃত

আস-সালামু আলাইকুম।

সকলকে শুভ সন্ধ্যা, আপনারা বিশ্বের যে যেখানে আছেন।

উপাচার্য ড. মোঃ আখতারুজ্জামান,

মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ দিপু মনি,

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

পদার্থবিজ্ঞানের এই আন্তর্জাতিক ই-সম্মেলনে আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি।

আগামী তিন দিন ধরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ২০০১ সালে আমেরিকান নোবেল বিজয়ী এরিক কর্নেল-সহ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য বক্তারা আলোচনার নেতৃত্ব দেবেন, যার মাধ্যমে আমরা আশা করি যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানসংক্রান্ত সহযোগিতার পথ সুগম হবে। এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ফিজিকাল সোসাইটি ও ফ্রন্টিয়ার্স অফ ফিজিক্স-কে এবং সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি আপনাদের সকলকে অভিবাদন জানাই — মেধাবী নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী, গবেষক, এবং উদ্ভাবক — যারা একুশ শতকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিশ্বের সবচেয়ে দরকারি চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান খুঁজে পেতে অনিঃশেষ অনুসন্ধানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আজ, আমরা ঠিক এখানে, ঢাকায়, বিজ্ঞানসংক্রান্ত সহযোগিতা ও আমাদের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব উদযাপনের জন্য (অনলাইনের মাধ্যমে) ভার্চুয়ালি একত্রিত হয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রথম শত বছরে পদার্থবিজ্ঞান ও বিশ্বকে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা তৈরিতে অব্যাহতভাবে অবদান রেখে চলা সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আলবার্ট আইনস্টাইনের মধ্যেকার অংশীদারিত্বমূলক কাজসহ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজে অংশীদার হয়েছে। তাদের (বোস-আইনস্টাইন) যৌথ গবেষণা পরম শূণ্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায় পরমাণু সম্পর্কে অনন্য কিছু ধারণা তৈরি করেছে। সত্যি বলতে কী, আমেরিকান নোবেল বিজয়ী এরিক কর্নেল ও তার সহকর্মীরা এই তত্ত্বটি প্রমাণ করেছেন, যার ফলে ১৯৯৫ সালে বিশ্বের প্রথম বোস-আইনস্টাইন কনডেন্সেট এবং অতি-শীতল পরমাণু ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে, সেই সময়ে বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান করতে ও ক্রমবর্ধমানভাবে আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বের ভবিষ্যত রূপদানে তরুণ মনের শক্তিকে স্বীকৃতি দেয়ার (ও কাজে লাগানোর) এরচেয়ে

ভালো সময় আর হতে পারে না। মাননীয় মন্ত্রী মনি, আমার আশা করছি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আগামী ৫০ বছরে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তরুণ বয়সীদের আগামীর নেতা হিসেবে গড়ে উঠার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা বাংলাদেশী মেয়েদের স্টেম (STEM-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত) ক্ষেত্রে পেশা গড়ে তুলতে উত্সাহিত করছি; বৃত্তির জন্য তহবিল দিচ্ছি ও (শিক্ষা) বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে মেধাবী বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ও পন্ডিত (শিক্ষাবিদ)-দের যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন ও গবেষণা করার সুযোগ করে দিচ্ছি; ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধীনে সহস্রাধিক শিক্ষকের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে শেখা ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করছি। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে পেরে সম্মানিত ও গর্বিত।

গত বছর ৮,৮০০ এরও বেশি বাংলাদেশী শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়ন করেছে, যা বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সর্বকালের মধ্যে সর্বাধিক।

তাদের মধ্যে ৭৫% এরও বেশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের জন্য অধ্যয়ন করছে, এবং অনেকেই আংশিক কিংবা পূর্ণ বৃত্তি পাচ্ছে। সত্যি বলতে, উপাচার্য নিজেও সাবেক ফুলব্রাইট শিক্ষার্থী হিসেবে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী, (আমেরিকার) জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন, এবং হার্ভার্ডেও পড়েছেন।

এবং আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ উইমেন অ্যান্ড গার্লস ইন সায়েন্স (বিজ্ঞান চর্চায় নারী ও কন্যাশিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস) উদযাপনে আমাদের প্রস্তুতির এই মুহূর্তে, আমি বিজ্ঞান গবেষণা ও আবিষ্কারে বাংলাদেশী নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা জোরালোভাবে উল্লেখ করতে চাই।

গত বছর ডার্টমাউথ কলেজের একজন পোস্টডক্টরাল গবেষক বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ২৯ বছর বয়সী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. তনিমা তাসনীম অনন্যা কৃষ্ণ গহ্বরকে আরো ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে এক্সরে টেলিস্কোপ প্রযুক্তি তৈরির জন্য পুরস্কারজয়ী আমেরিকান বিজ্ঞান সাময়িকী *সায়েন্স নিউজ* এর বিশ্বের সেরা দশ তরুণ বিজ্ঞানীর তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন।

তার (ড. তাসনীম) গল্পটি আমাকে আমেরিকান প্রকৌশলী, চিকিত্সক ও নাসার নভোচারী মায়ে ক্যারল জেমিসনের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, যিনি মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী। আমেরিকার ব্ল্যাক হিস্ট্রি মান্থ উদযাপনের এই সময়ে আমি আমেরিকার এগিয়ে চলায় কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের অপরিহার্য অসংখ্য অবদানের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তার (জেমিসন) বলা সেই কথাগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

আমাদের শিক্ষার্থী ও পন্ডিত, তরুণ ও অল্প বয়সীদের উদ্দেশ্যে জেমিসন বলেছিলেন, "কাউকে তোমার কল্পনা, তোমার সৃজনশীলতা, কিংবা তোমার কৌতুহল কেড়ে নিতে দিও না। এটা পৃথিবীতে তোমার জায়গা, এটাই তোমার জীবন। এগিয়ে যাও এবং এটি দিয়ে যা কিছু পারো করো এবং তোমার চাওয়ার মতো করে জীবন গড়ে তোল।"

কোভিড-১৯ মহামারি আমাদেরকে বিস্ময়করভাবে ঝুঁকিতে থাকা এই পৃথিবীতে আমরা কতোটা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যেখানে আমরা নিজেদের মধ্যে সুবিধাগুলো ভাগ করে নিতে পারছি এবং সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। এই কাজে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আপনাদের অগ্রগতিমূলক কাজ আপনাদেরকে সম্মুখসারির নায়কও করে তুলেছে। আমি আপনাদের শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানাচ্ছি এবং আমরা সবাই আপনাদের কাছে ঋণী।

থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ।